ইউনিট ৭

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

ভূমিকা

পূর্বে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং বিস্তরণকে পৃথক পৃথক সংস্থার দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা হত। বর্তমানে শিক্ষাক্রম বিস্তরণকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য আগ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ শিক্ষক্রম প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষাক্রমের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা করা হয়েছে তা উক্ত বিশেষজ্ঞগণ পুরোপুরিভাবে ওয়াকিফহাল। বিস্তরণ সংস্থা পৃথক হলে এর প্রণয়নের মূল দর্শন ও কলাকৌশল ইত্যাদি পুরোপুরিভাবে আত্মস্থ করতে পারে না বিধায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে "সিস্টেম লস" হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বাস্তবেও তাই ঘটে। সে জন্য বলা হয়ে থাকে ঃ

'শিক্ষাক্রম যতই উত্তম হোক না কেন, বাস্তবায়নে ত্রুটির জন্য অনেক সময় তা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপেক্ষা বাস্তবায়ন আরও জটিল কাজ। কারণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে হাজার হাজার স্কুল, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা সুপারভাইজার, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক সম্পৃক্ত থাকে। তাই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সম্পৃক্ত করে বিশদ ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে বিস্তরণের ব্যবস্থা করতে হয়। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় যোগানের অনিয়ম হলে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গতি বিঘ্নিত হয়। সেজন্য বাস্তবায়ন শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণ, ভৌত সুযোগ সুবিধা, জনবল, অর্থ, বিতরণ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হয়।'

পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বিস্তরণ পরিকল্পনা: চাকুরীকালীন ও চাকুরীপূর্ব,বিস্তরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বিস্তরণ উত্তম কার্যক্রম, গুণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পুনরাবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ধারণা দিতে হয়।

'শিক্ষাক্রম বিস্তরণ' ইউনিটটিকে দুটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল। এই দুটি পাঠ হচ্ছেঃ

পাঠ- ৭.১: শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ধারণা, এর প্রকৃতি ও পরিসর এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম ও উপকরণ

পাঠ- ৭.২: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পাঠ ৭.১ শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ধারণা, এর প্রকৃতি ও পরিসর এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম ও উপকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ধারণা ব্যখ্যা করে বিবৃত করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রকৃতি ও পরিসর আলোচনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ধারণা

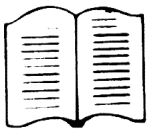

বর্তমান বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যত রাষ্ট্রকর্মের কর্ণধার এবং সমাজের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য স্ব-স্ব দেশের উন্নয়ন ধারা ও রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই শিক্ষানীতির দর্শন এবং এর ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ,কর্মক্ষম, সংবেদনশীল এবং আত্মমর্যাদায় সচেতন ও সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার পরিকল্পিত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়- যাকে মোদ্দা কথায় আমরা শিক্ষাক্রম বলে থাকি। এই শিক্ষাক্রমকে লক্ষ্যদলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিক্ষা সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ, অর্থ যোগানকারী কর্মকর্তা ও সংস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষক, সর্বোপরি শ্রেণী শিক্ষককে পুরোপুরিভাবে তা অনুধাবনে এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত গুণাগুণের বিকাশ ও তাদের মধ্যে আবাদ করার বিশদ কার্যক্রমকে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বলা হয়।

অর্থাৎ প্রণীত/পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নবতর দিক, উদ্ভাবিত শিখন ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পুরোপুরিভাবে সকল স্তরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, পরিদর্শক ও শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রীক ধারণা দানের জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাকেই **শিক্ষাক্রম বিস্তরণ** বলা যেতে পারে।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রকৃতি ও পরিসর

ক. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত।
খ. অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে আগত শিক্ষর্থীর শিখন চাহিদা, পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক শিখন ঘাটতি পূরণে সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম।
গ. অহেতুক তত্ত্ব ও তথ্য ভারাক্রান্ত বিষয়বস্তু পরিহার।
ঘ. জীবনের প্রস্তুতিদানের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির সুষম বিকাশের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
ঙ. শহর ও পল্লী এলাকার শিখনের তারতম্য হ্রাসকরণ।
চ. বিদ্যালয় এলাকাবাসীকে শিক্ষা সচেতন করে তোলা।

ছ. শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন।

উপরিউক্ত দিকগুলো সক্রিয় বিবেচনায় এনে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের কার্যক্রম প্রণয়ন এবং তদানুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজন, যেমন- মাস্টার ট্রেইনার, কোর ট্রেইনার, ফিল্ড লেভেল ট্রেইনার ও শ্রেণী শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থাকরণের বিশদ কার্যক্রম প্রণয়ন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসহ আর্থিক যোগান নিশ্চিতকরণ। এ বিস্তরণ কার্যক্রমে শিক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে শ্রেণী শিক্ষক পর্যন্ত বিস্তরণের আওতাভুক্ত থাকে। অন্যথায় শিক্ষাক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়ন ব্যহত হয়, পরিণামে এর উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় না।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ বিস্তরণ কার্যক্রম সাধারণত দুটি পর্যায়ে করা হয়ে থাকে।

ক. স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ
খ. দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ

স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের আওতাভূক্ত লক্ষ্যদল কর্মরত শিক্ষক এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের আওতাভূক্ত হচ্ছেন চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণার্থীগণ।

নিচে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের বিশদ কার্যক্রমের নমুনা তুলে ধরা হলো:

প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ কাল	মন্তব্য
প্রথম পর্যায় উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পরিচিতি প্রশিক্ষণ	শিক্ষানীতি নির্ধারক প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ, সমন্বয়কারী ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)	উপযুক্ত স্থান	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বিস্তরণ কর্মকর্তা	১ দিন	
দ্বিতীয় পর্যায় জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেইনারগণের প্রশিক্ষণ	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে)	উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান	শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সংশি□ষ্ট বিশেষজ্ঞ	২-৩ দিন	৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবেন না
তৃতীয় পর্যায় মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের	টিটিসি, পিটিআই, শিক্ষা সংশি□ষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয়	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার	প্রশিক্ষণ সামগ্রীর পরিসর ও প্রয়োজনঅ	প্রতি দলে ৫০ জনের বেশি হবে না

প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ কাল	মন্তব্য
বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ	অনুষদ সদস্য ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান)	সংখ্যক কেন্দ্র	ট্রেইনারগণ	নুসারে প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে	
চতুর্থ পর্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা সংশি□ষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ	দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ (প্রতি দলে ৫০ জনের অধিক নয়)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র	মূখ্য, মাঠ, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেইনারগণ	সমগ্র দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে	

শিক্ষাক্রম বিস্তরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় সকল লক্ষ্যদলের (Target Group) জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন ঠিক নয়; কারণ বিভিন্ন লক্ষ্যদলের দায়িত্ব কর্তব্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কৌশল, সাধারণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লক্ষ্যদল ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলকে জানতে হয়। এদিক বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম বিস্তরণে নিয়োজিত সকলের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে নিম্নোক্তগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা
- শিক্ষক নির্দেশিকা
- শিক্ষাক্রমের কাঠামোর আওতাভুক্ত বিষয়সমুহ
- বিশদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- মূল্যায়ন কৌশল
- অনুসারক কার্যক্রম
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক
- শিক্ষা উপকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে প্রশিক্ষণের পর্যায় কয়টি?
- ক. ৩টি
- খ. ৪টি
- গ. ৫টি
- ঘ. ৬টি।

২। শিক্ষাক্রম বিস্তণের আওতাভুক্ত কোনটি?
- ক. শিক্ষা মন্ত্রী
- খ. মহাপরিচালক
- গ. শিক্ষার্থী
- ঘ. গ্রন্থাগারিক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বলতে কি বুঝেন?
২. শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রকৃতি ও পরিসর প্রণয়নের বিবেচ্য দিক কি কি?
৩. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষাক্রম বিস্তরণে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ কোনটি এবং কেন?

পাঠ ৭.২ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম সমগ্রী প্রণয়ন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক দেশসমূহে শিক্ষক্রম সামগ্রী প্রণয়নে অনুসৃত ধাপগুলো তুলনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিখন সামগ্রীর প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর নাম ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিস্তরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণোত্তর কার্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

শিখন সামগ্রী প্রণয়ন পরিকল্পনা

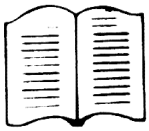

শিক্ষার গুণগত মান, বিশেষ করে শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়নে যতগুলো হাতিয়ার রয়েছে তন্মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হল পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীর উপযোগী, গুনগত মান সম্পন্ন, নির্ভুল ও আর্কষণীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া শ্রেণীপাঠকে সহজ, বোধগম্য, কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় লাগসই উপকরণ এবং এগুলোর কার্যকর ব্যবহারে শিক্ষকবৃন্দকে পারদর্শী করে তোলার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা রচনার দরকার হয়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এসব শিখন-সামগ্রী প্রণয়নের নানা ধরনের কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে থাকে। এক নম্বর পাঠে উল্লেখিত শিখন সামগ্রীগুলো এ পরিকল্পনার আওতাভুক্ত থাকবে।

আঞ্চলিক দেশসমুহে শিখন সামগ্রী প্রণয়নের তুলনামূলক বিবরণী

এ সকল শিখন সামগ্রী প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বেশ তারতম্য দেখা যায়। এমন কি আঞ্চলিক দেশসমুহেও এ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে কয়েকটি আঞ্চলিক দেশের শিখন সামগ্রী প্রণয়নের ধাপের তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হল।

ইরান	কোরিয়া	নেপাল	থাইল্যান্ড
১. পরিকল্পনা	১. পরিকল্পনা	১. এডুকেশন ম্যাটেরিয়াল সেন্টারকে পাঠ্যপুস্তকের পান্ডুলিপি প্রণয়নের নির্দেশ দান	১. পরিকল্পনা
২. উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ	২. শিক্ষাক্রম সুনির্দিষ্টকরণ	২. সর্বোত্তম পান্ডুলিপি নির্বাচন ও মুদ্রণ	২. প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ
৩. বিশেষজ্ঞ অভিমত জরিপ	৩. উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও বিন্যাস	৩. বিতরণ ও বাস্তবায়ন	৩.খসড়া পান্ডুলিপি রচনা

রান	কোরিয়া	নেপাল	থাইল্যান্ড
৪. খসড়া পান্ডুলিপি রচনা	৪. খসড়া পান্ডুলিপি রচনা	-	৪. উপযোগিতা মূল্যায়ন
৫. পান্ডুলিপি প্রাক-মূল্যায়ন	৫. পান্ডুলিপির প্রাক-মূল্যায়ন	-	৫. পরিমার্জন
৬. মুদ্রণ	৬. পরিমার্জন	-	৬. মুদ্রণ
৭. নতুন পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৭. মুদ্রণ	-	৭. বিতরণ
৮. অন্যান্য সহায়ক উপকরণ তৈরি	-	-	-

শিখন সামগ্রীর প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর নাম ও বৈশিষ্ট্য

শিখন সামগ্রী পরিকল্পনা ও প্রণয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এর পরের কাজটি হল: বিভিন্ন ধরনের শিখন সামগ্রী চিহ্নিতকরণ এবং সামগ্রীগুলোকে একটি প্যাকেজ এর আওতাভূক্ত করা। শিখন সামগ্রীর প্যাকেজে সাধারণত তিন ধরনের উপাদান থাকতে পারে, যেমন:

- **শিক্ষার্থীর জন্য:** পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক, ওয়ার্কশিট ইত্যাদি।
- **শিক্ষকের জন্য:** শিক্ষক নির্দেশিকা, পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ, তথ্যপুস্তিকা, শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি।
- **শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য:** শিখন-শেখানোর কাজকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ, যেমন- চার্ট, মডেল, মানচিত্র, ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট, পাইড, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি।

উল্লিখিত শিখন ও শিক্ষাদান সহায়ক সামগ্রী প্রস্তুতকারীদের জন্যও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন যাতে তাঁরা স্ব স্ব দায়িত্ব ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। তবে প্রত্যেকটি শিখন সামগ্রী যেহেতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত তাই প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা নির্দেশনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

অতীতে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে শিখন সামগ্রী (শিক্ষার্থীর জন্য), শিক্ষক নির্দেশিকা (শিক্ষকের জন্য), শিক্ষা উপকরণ (উভয়ের জন্য) ইত্যাদি পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানের কাজ বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু বর্তমানে এসবই শিক্ষাক্রম উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এ সমস্ত সামগ্রীই একটি প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত থাকে। নিচে বিভিন্ন শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল:

- শিক্ষক নির্দেশিকার প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রতিটি পাঠ কিভাবে উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে লাভবান হবে তার বর্ণনা। সে সঙ্গে আরও কি কি সম্পূরক শিখন সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে তার উল্লেখ থাকবে।
- শিক্ষক নির্দেশিকার শুরুতে এটা প্রণয়নের যৌক্তিকতা বর্ণিত থাকে। তাছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতি যার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও আচরণিক উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা হয় সেগুলো উল্লেখ থাকে। শিক্ষক নির্দেশিকার মধ্যে একটি পাঠ উপস্থাপন করার জন্য যে যে কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে তার বর্ণনা থাকে। তা থেকে শিক্ষক বেছে নেবেন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি উত্তমরূপে শ্রেণীতে পাঠটি উপস্থাপন করতে পারবেন।

- প্রত্যেক শিখন সামগ্রীতে কিছু না কিছু নবতর দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ নবতর দিকঃ একদিকে যেমন শিক্ষকের জ্ঞান বৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি কিভাবে শ্রেণী- পাঠ পরিচালনা করতে হবে তারও দিক নির্দেশনা দিতে পারে। এছাড়া নবতর বিষয়ের উৎস সম্পর্কেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করার দরকার হয় যাতে শিক্ষক সেগুলো পাঠ করে জ্ঞানের পরিসীমা বাড়াতে পারেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও তা নিরাময়ের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য মূল্যায়নের কিছু কলাকৌশল এতে উল্লেখ থাকে।
- নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি উল্লেখ যোগ্য অঙ্গ। এটি ছাত্র শিক্ষক উভয়ের কাজ। শিখন ঘাটতি চিহ্নিত করে এর লক্ষণ নিরূপণের পর শিক্ষক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয় পুরোপুরি অর্জন করেছে কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখতে আগ্রহী হয় না- সেসব ক্ষেত্রেও অনাগ্রহের কারণ নিরূপণ ও তদনুসারে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। অন্যথায় দিন দিন শিখন ঘাটতি বোঝা বেড়ে গিয়ে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিস্তরণ বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়

- শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, অর্থ আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা, সমন্বয়কারীবৃন্দকে বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ হবে পরিচিতিমূলক এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবেন। বিস্তরণ নীতি ও কৌশল, কর্মকর্তাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে।
- জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে বিস্তরণ কার্যক্রমের সূচনা করা যায়। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রমের বিস্তরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক কার্যাবলির ব্যবস্থা থাকে। ব্যবহারিক কার্যাবলির মধ্যে প্রর্দশনী পাঠ (Demonstration), অনুশীলনী পাঠদান (Practice Teaching) ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষকগণ এ ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণোত্তর কার্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য

শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পরপরই ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ (Monitoring) একান্ত দরকার। কারণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ করা হলেই মনে করা হয় যে বিদ্যালয়ে তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। শিক্ষাক্রমের গুণগত মানের যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। শিক্ষাক্রমকে সময়ের চাহিদার সঙ্গে সচল রাখার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুসরণ কার্যক্রম (Follow-up Programme) হাতে নিতে হয়:

- সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ (Updating and Supplementary Material Supply)
- গুণগতমানের নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)
- পুনরাবর্তন (Recycling)।

সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ

শিক্ষাক্রমকে সময়ের ও চাহিদার সাথে সচল রাখার জন্য সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রীর যোগান প্রদান করা অত্যাবশক। শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পর কিছু কিছু নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলো

সম্পর্কে বিস্তরণ প্রশিক্ষণে ধারণা দান করা হয়নি। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কগণকে অবহিত করার জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার ও যুগপৎ নিউজলেটার প্রদান করে সমস্যা উত্তরণের ব্যবস্থা করা।

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সময় ধরে নেওয়া হয় যে, সময় পার হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে শিক্ষকবৃন্দও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করবে এবং শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারবে তাদেরকে কি কি শিখতে হবে। শিক্ষাক্রমের গুণগত মান সমীক্ষায় সাধারণত যে যে দিকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় তা হল:

- অনেক সময় শিক্ষাক্রমের আওতাভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে দু'একটি বিষয় সবদিক থেকে কার্যকর প্রমাণিত হয় না।
- কোন কোন বিষয় কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু যে সকল বিষয়ে প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি দরকার হয় যেগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি।
- মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়নে কোন শিখন সামগ্রী কার্যকর বলে প্রমাণিত হলেও পরবর্তীকালে দেশব্যাপী ব্যবহারে তত কার্যকর নয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।

শিক্ষাক্রমের গুণগত মানের এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ অবনতির কারণ হিসেবে দুটি দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- শিক্ষকগণ যথাযথভাবে নতুন পদ্ধতি অনুসরণে শ্রেণীতে পাঠ দান করতে পারেন নি।
- শিক্ষাক্রমের মধ্যেই কিছু ত্রুটি নিহিত রয়েছে।
- নিবিড়ভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করে এই ত্রুটি নিরসনে সঠিক কারণ চিহ্নিত করে তা উত্তরণের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

পুনরাবর্তন

শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমিত থাকে। আজ যা উপযোগী কাল তা অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। সে কারণে পরিবর্তিত অবস্থার তাগিদে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিষয়ের ক্রমবৃদ্ধি, মূল্যবোধের পরিবর্তন, শিক্ষায় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সময় ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্রম পুনরাবর্তন দু'ভাবে করা যেতে পারে:

- শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা;
- পুরোপুরি নবায়ন করা।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নোত্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে **দুর্বলতা** এবং **সংযোগ-সন্ধি** যুগপৎ চিহ্নিত করতে হয়। অতঃপর দুর্বলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিমার্জিত শিখন সামগ্রী প্রণয়নপূর্বক চিহ্নিত সংযোগ-সন্ধিতে সন্নিবেশ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বহুল ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ কোনটি?
ক) পাঠ্যপুস্তক
খ) চার্ট
গ) শিক্ষক নির্দেশিকা
ঘ) ম্যাপ।

২। কোনটি কেবল শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য প্রণীত?
ক) ওয়ার্কবুক
খ) ওয়ার্কসিট
গ) শিক্ষক নির্দেশিকা
ঘ) তথ্যপুস্তিকা।

৩। নবতর বিষয়ের উৎস নির্দেশিকায় উল্লেখ করার দরকার কেন?
ক. তথ্যের উৎস জানা
খ. আকৃষ্ট করা
গ. নির্দেশিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ
ঘ. শিক্ষকের জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণে প্রয়োজনীয় উপরকণ কি কি?
২. স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে লক্ষ্যদলের অন্তর্ভুক্ত কারা?
৩. শিক্ষক্রম বিস্তরণোত্তর কার্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন।
৪. কোন দেশের শিখন সামগ্রীর ধাপগুলো আমাদের দেশের জন্য বেশি অনুসরণযোগ্য বলে মনে করেন এবং কেন?

উত্তরমালা

ইউনিট ১
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

অ) শূন্যস্থান পূরণ
১। ধর্ম; ২। জ্ঞান; ৩। স্বীকরনম; ৪। নির্বান; ৫। অষ্টম; ৬। নামায; ৭। ৭ বছর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২
আ) শূন্যস্থান পূরণ
১। ১ লক্ষ; ২। নর্মাল স্কুল; ৩। ১, ১৮,০০০; ৪। ৬ - ১৪

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩
আ) ঠিক উত্তর
১। ১৯৫১; ২। আকরাম খান; ৩। ২ বছর; ৪। ১৯৫৯/১৮ আগস্ট; ৫। ১৯৬০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪
অ) ঠিক উত্তর
১। ১৯৭৩; ২। ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন; ৩। ৮ বছরের;
৪। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা; ৫। ৫৪টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫
আ) শূন্যস্থান পূরণ
১। ১% - ২.৫%; ২। ৯৫%; ৩। বিশেষ; ৪। বৃদ্ধি; ৫। বৃদ্ধি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন
ই) শূন্যস্থান পূরণ
১। ধর্ম; ২। ১ লক্ষ; ৩। আতাউর রহমান কমিশন; ৪। ১৯৯২; ৫। ৯৫%।

ইউনিট ২

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩
আ) শূন্যস্থান পূরণ
১। ১৫%; ২। ১৯৯২; ৩। আইন;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪
অ) শুদ্ধ ও ভুল নির্ণয়
১। শুদ্ধ; ২। শুদ্ধ; ৩। ভুল; ৪। ভুল; ৫। শুদ্ধ

পাঠে

উত্তর মূল্যায়ন ২.৫
আ) শূন্যস্থান পূরণ
১। বিদ্যালয়; ২। ৫ - ১০; ৩। বিদ্যালয়ের; ৪। আনন্দময়; ৫। পর্যাপ্ত সহ পাঠক্রমিক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন
আ) ঠিক উত্তর
১। √; ২। ×; ৩। ×; ৪। √; ৫। ×;

ইউনিট ৩
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১
১. গ; ২.ক; ৩.ক; ৪.ঘ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২
১। ঘ ২। ক ৩। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩
১। খ; ২। গ; ৩। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪
১। ক; ২। খ।

ইউনিট ৪
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১
১। ক; ২। খ।

ইউনিট ৫
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১
১। ক; ২। খ; ৩। গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২
১। ক; ২। খ।

ইউনিট ৭
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২
১। ক; ২. গ; ৩. ঘ।